তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর চকবাজার অগ্নিকান্ডের আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনায় বেলা, ব্লাস্ট, ব্র্যাক, আসক এবং ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ এর শোকপ্রকাশ এবং জবাবদিহিতার ডাক এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জোর দাবী

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং তারিখ বুধবার রাত ১০.৩০ মিনিটে ঢাকার চকবাজার এলাকার চুড়িহাট্টায় হঠাৎ বিকট শব্দের পরই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাঁচটি ভবনে। ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এর সুত্রমতে, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, বডি-স্প্রে, প্লাস্টিক পণ্যের কারনে আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। সংবাদ সূত্রে আরো জানা যায়, দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দগ্ধ ৫২ জন চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিল।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের এবং আইনানুযায়ী জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

আট বছর আগে বিগত ০৩ জুন ২০১০ ইং তারিখে ঢাকা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ নবাবকাটারা (নিমতলী) এলাকায় কেমিক্যাল গুদাম থেকে একইরকম একটি ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১২৪ জনের প্রাণহানি ঘটে। উল্লেখিত নিমতলী অগ্নিকান্ডের ঘটনার পূনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরান ঢাকার পুন: উন্নয়ন নিশ্চিত করার নির্দেশনা চেয়ে ব্লাস্ট সহ ৫টি মানবাধিকার সংগঠন (বেলা, আসক, ব্র্যাক, এবং ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ) এবং পুরাতন ঢাকার একজন বাসিন্দা মহামান্য হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন (রীট পিটিশন নং ৪৯১৯/২০১০)। ১০ জুন ২০১০ ইং তারিখে শুনানী শেষে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ ইমান আলী এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান এর সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ সিটি করপোরেশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার সহ বিবাদীদের প্রতি কেন তাদেরকে শহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে পুরান ঢাকায় জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অননুমোদিতভাবে গুদাম/ রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম/শিল্প কারখানা হিসেবে ভবন ব্যবহার এবং ভবনে দাহ্য পদার্থ অথবা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য বা যে কোন ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবেনা সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন।

সেই সাথে মহামান্য আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে
(১)নিমতলী এলাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনার কারন অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা, (২) ঢাকা শহরের অননুমোদিত ভবন নির্মান, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদাম সহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থের কারখানা সনাক্ত করার জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স এর রিপোর্ট প্রদান, (৩) ঢাকা শহরে কোন্ কোন্ স্থানে অগ্নিনির্বাপনের জন্য জলাধার স্থাপন করা প্রয়োজন এবং কতদিনের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে সে সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান এবং (৪) অগ্নিনির্বাপন প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, সে সাথে ঢাকা মহনগরীর বিভিন্ন ভবনে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন নিশ্চিত করা এবং অগ্নিকান্ডের সময় জরুরী বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার রিপোর্ট প্রদান করার জন্য ৬ মাস সময় নির্ধারণ করে দেন।

কিন্তু সত্যিই দুঃখের বিষয় হলো যে অদ্যাবধি নির্দেশনা অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি এবং আদালতে কোন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। বেলা, ব্র্যাক, ব্লাস্ট, আসক এবং ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ এই ধরনের অগ্নিকান্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত নির্দেশনাসমুহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনসহ অগ্নিকান্ডের সঠিক কারণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যর্থতার কারন অনুসন্ধানপূর্বক তাদের বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ পুর্নবাসনের জোর দাবী জানাচ্ছে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং চকবাজার অগ্নিকান্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে নিমতলীর ঘটনায় দায়েরকৃত রীট মামলার আবেদনকারীরা গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং তারিখ নিমতলী অগ্নি দুর্ঘটনার মামলায় তদন্তকারী কমিটি ১৭ টি পরামর্শ প্রদান করে ছিলেন তা বিবাদীরা বাস্তবায়ন করতে না পারার কারন জানতে চেয়ে আবেদনকারী মধ্যবর্তী আদেশ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করেন। (১) পুরান ঢাকায় রাসায়নিক গুদাম বা কারখানার জন্য কোন লাইসেন্স ও অনাপত্তি প্রদান না করা এবং বিদ্যমান আইনসিদ্ধ নয় এমন রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয়, মজুদ ও বিপনন যাতে করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) নিমতলী দুর্ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে ১৭ টি সুপারিশমালার ফলো-আপ করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তৈরী করা (ক) যারা শর্তগুলো প্রয়োগ করছেন না এবং যে সকল বাড়ীওয়ালা বা ব্যবসায়ী অমান্য করে যাচ্ছেন তাদের চিহ্নিত করা (খ) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেরানীগঞ্জে রাসায়নিক পল্লী তৈরীর বর্তমান অবস্থা বর্ণণা করে প্রতিবেদন দাখিল করা (গ) চকবাজারের অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, আহত ও মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরন এবং পুর্নবাসনের মানদন্ড নির্ণয় করা এবং মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিটি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা (ঘ) নিমতলী অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা (৩) ২০.০২.২০১৯ ইং তারিখে চকবাজারের অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনায় গঠিত ৪ টি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান (৪) ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য মজুদের জন্য, অননুমোদিত এবং চিহ্নিত ৩৬০ টি ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স কে নির্দেশ প্রদান (৫) ডিএসসিসি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক ঢাকা এবং পুলিশ কমিশনার ঢাকা কে সকল অননুমোদিত দাহ্য পদার্থ এবং রাসায়নিক দ্রব্য মজুদখানা, গুদামঘর, ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে দ্রুত সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান।

আশা করা যাচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আবেদনটির শুনানী হবে।

আরো তথ্যেরজন্য যোগাযোগ করুন:

আসমাউল হোসনা, কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
E-mail: asma@blast.org.bd

এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান, উপদেষ্টা (সুপ্রীম কোর্ট সেল), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭১৬৮৪৬৪৯০
E-mail: obaid.rahman67@gmail.com

এডভোকেট মো: শাহীনুজ্জামান, আইনজীবী, এএসকে
মোবাইল নং: ০১৭১২৮৪১৩৭৩
E-mail: shahin.kst@gmail.com